# জামা'আত ও বায়'আত

## সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা

গবেষণা বিভাগ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

# জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা

গবেষণা বিভাগ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

# জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা

# الجماعة والبيعة

# ومراجعة الشبهات المتعلقة بهما

التأليف : قسم البحوث لمؤسسة الحديث بنغلاديش

الناشر : مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر

**প্রকাশক**

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা - ১৮১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

E-mail : hadithfoundationbd@gmail.com

www.hadeethfoundationbd.com

**১ম প্রকাশ**

শা'বান ১৪৪৬ হি./মাঘ ১৪৩১ বাং/ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ খৃ.

**॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥**

**মুদ্রণ**

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

**নির্ধারিত মূল্য**

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

# সূচীপত্র


**প্রকাশকের নিবেদন** ০৪

**ভূমিকা** ০৫

**১.** ইসলামে জামা'আত বলতে কী বুঝায়? ০৬

**২.** বর্তমানে প্রচলিত ইসলামী সংগঠনসমূহ কি ইসলামী জামা'আত? ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে সংগঠন কি হাদীছে বর্ণিত ইসলামী জামা'আতের দায়িত্ব পালন করতে পারে? ১১

**৩.** জামা'আত নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয়ের কারণ কী? ১৫

**৪.** সংগঠনগুলো কি সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি করছে? ১৬

**৫.** সংগঠন মানে কি সংকীর্ণতা নয়? ১৭

**৬.** জামা'আত বলতে কি রাষ্ট্রকে বুঝায় কিংবা জামা'আত কি কেবল রাষ্ট্রের সাথে খাছ? ১৭

**৭.** একটি রাষ্ট্রে প্রচলিত সাংগঠনিক জামা'আত গঠন করতে গেলে কি সেই রাষ্ট্রকে কাফের ঘোষণা করতে হবে? ১৮

**৮.** হদ কায়েম করতে না পারলে বা জিহাদ ঘোষণা করতে না পারলে সেটা কি জামা'আত হয়? ১৮

**৯.** বর্তমানে কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা কি অপরিহার্য? ১৯

**১০.** বায়'আত কী? ইসলামী সমাজ জীবনে বায়'আতে গুরুত্ব কী? ২১

**১১.** বায়'আত কত ভাগে বিভক্ত? ২২

**১২.** সাংগঠনিক বায়'আত কোন প্রকারের বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত? ২৫

**১৩.** শাসক ব্যতীত কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করা সুন্নাহসম্মত কী? ২৭

**১৪.** খিলাফত ব্যতীত হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য বায়'আত কি কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ নয়? ৩০

**১৫.** যে কোন পর্যায়ের নেতার আনুগত্য করা প্রয়োজন। কিন্তু এজন্য প্রত্যেক নেতার হাতে আনুগত্যের বায়'আত করা কি আবশ্যক? ৩১

**১৬.** খেলাফত ব্যতীত অন্যান্য বায়'আত সম্পর্কে পূর্বসূরী বিদ্বানদের মধ্যে আলোচনা স্বল্পতার কারণ কী? ৩২

**১৭.** সাংগঠনিক বায়'আত কি ছুফীদের বায়'আতের সাথে তুলনীয় নয়? ৩৫

**১৮.** রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবীদের যুগে খিলাফত ব্যতীত বায়'আতের ভিন্ন দৃষ্টান্তগুলো তেমন পরিলক্ষিত না হওয়ার কারণ কী? ৩৬

**উপসংহার** ৩৯

# প্রকাশকের নিবেদন

জামাআত ও বায়'আত ইসলামী সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ দুই হাতিয়ার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই মক্কায় শুরু করেছিলেন সমাজ সংস্কারের মিশন। প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ছাহাবীদের নিয়ে এক দৃঢ়চিত্ত জামা'আত, যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব নেন। কেউবা হিজরত করেন। কেউবা নির্বাসিত হন। তারা ছিলেন বায়'আতের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর এক জামা'আত, যাদের হাতে সূচিত হয়েছিল পরবর্তী যুগে বিশ্ব সভ্যতার সবচেয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়।

সেই যে ইস্পাতসম দৃঢ়তাপূর্ণ জামা'আত গঠন করেছিলেন ছাহাবীরা, তা সময়ের আবর্তে ধীরে ধীরে দুর্বল হ'তে থাকে। আক্বীদায়, মানহাজে, আখলাকে। মুসলিম উম্মাহ্র হাতছাড়া হ'তে থাকে সত্য ও ন্যায়ের সেই মহান বিজয়দণ্ড। নড়বড়ে হ'তে থাকে ঐক্যের ভিত্তি। একসময় হারাতে থাকে ঐক্যবদ্ধ চেতনার বোধটুকুও। সবশেষে ১৯২৪ সালে ইসলামী খেলাফতের নিভু নিভু বাতি চূড়ান্ত ভাবে নির্বাপিত হ'লে জাতীয় ঐক্যচেতনার কফিনে পোতা হয়ে যায় শেষ পেরেকটিও। তারপর থেকে বিগত শত বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ নেতৃত্বহীন। কুলকিনারাহীন সাগরমাঝে নাবিকহারা জাহাযের মত ইতস্তত, বিক্ষিপ্তভাবে অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ধাবমান। সেই অধঃপতন আমাদের নিয়ে গেছে এমন গভীর খাদে যে ঐক্য শব্দটাও যেন পরিণত হয়েছে পরিহাসের বিষয়ে। মুসলিম সমাজের ঐক্যবদ্ধ থাকার চিরন্তন নববী সূত্র জামা'আত ও বায়'আত পরিভাষাগুলোও এখন হয়ে পড়েছে অপাঙক্তেয়। এমনকি সচেতন ইসলামপন্থীরাও এখন ভীষণ অস্বস্তি আর নাকসিটকানি নিয়ে শব্দগুলো এড়িয়ে চলেন পারতপক্ষে। অথচ মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ঐক্যের দুই মৌলিক সেতুবন্ধনই হল জামা'আত ও বায়'আত, যা ব্যতীত ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ অসম্ভব। আলোচ্য বইটিতে এ বিষয়ে উত্থাপিত কিছু সংশয় পর্যালোচনা করা হয়েছে, যাতে করে এ বিষয়ক ভুল ধারণাসমূহ বিদূরিত হয় এবং মুসলিম উম্মাহর সোনালী অতীত ফিরে পাওয়ার পথে নিজেদের সৃষ্ট বাধাগুলো অপসারিত হয়।

বইটি গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংকলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এ যা তিন কিস্তিতে *(এপ্রিল, অক্টোবর, ডিসেম্বর ২০২৪ইং সংখ্যা)* প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষণে পাঠকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে তা মলাটবদ্ধ হ'তে যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

পরিশেষে আমরা প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন! *-প্রকাশক*

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

**ভূমিকা :**

ইসলাম কেবল কিছু ব্যক্তিগত জীবনাচরণের নাম নয়, কিছু ইবাদত আর আদবের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান। ইসলামের প্রতিটি নির্দেশনাই হিকমতপূর্ণ এবং সুশৃংখল। দুর্ভাগ্যজনক হ'ল, পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসনে ইসলামী খেলাফত পরবর্তী মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে যে নেতৃত্বের বিরাট সংকট তৈরী হয়েছে এবং তার ফলশ্রুতিতে ইসলামের সামাজিক শাসন-অনুশাসন, সামাজিক শৃংখলা, নেতৃত্ব-আনুগত্য সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের মাঝে সংশয়, হতাশা ও নৈরাশ্যের এক দীর্ঘ ছায়া প্রলম্বিত হয়েছে। ফলে ইসলামের সামাজিক দর্শন সম্পর্কে তাদের মধ্যে তৈরী হয়েছে অস্পষ্ট ধারণা। দানা বেঁধেছে সীমাহীন তর্ক-বিতর্ক। ছড়িয়েছে অনৈক্যের ডালপালা। একেকজন একেক আঙ্গিক থেকে ফৎওয়া দিয়ে, কখনও দায়িত্বহীন মন্তব্য প্রকাশ করে জনমনে তৈরী করেছেন চরম বিভ্রান্তি। অপরদিকে পশ্চিমা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সংগোপন আক্রমণে যার যার মত একাকী পথ চলার নিরাপদ ভালোমানুষী পন্থা বেছে নিয়েছেন আরেক দল দ্বীনদার ব্যক্তি। অথচ ইসলামের সামাজিক অনুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হ'ল জামাআত ও বায়আ'ত, যা ব্যতীত ইসলামী সমাজ অপূর্ণ। যা ব্যতীত ইসলামের সামাজিক শৃংখলা নিশ্চিত করা অসম্ভব। নিম্নে জামা'আতবদ্ধ জীবন এবং এতদসম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান বায়'আত বা আনুগত্য সম্পর্কিত কিছু সংশয় প্রশ্নোত্তর আকারে পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ, যাতে জনমনে এ ব্যাপারে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা দূর করা সম্ভব হয়।

### *প্রশ্ন-১ : ইসলামে জামা'আত বলতে কী বুঝায়?*

**উত্তর :** الجماعة শব্দটির উৎপত্তি হ'ল الجمع মূলধাতু থেকে, যার অর্থ কোন জিনিসকে একত্রিত করা।[১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ 'আমি ব্যাপকার্থবোধক বাক্যসমূহ সহকারে প্রেরিত হয়েছি'।[২] الجماعة অর্থ বহু সংখ্যক মানুষ অথবা এমন এক দল মানুষ যারা একক লক্ষ্যে সংগঠিত।[৩] এর দ্বারা মূলতঃ একটি ঐক্যবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ দল উদ্দেশ্য। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, জামা'আত হ'ল একতা, যা বিচ্ছিন্নতার বিপরীত। তবে একটি ঐক্যবদ্ধ দলের জন্যই জামা'আত শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৪] এই অর্থেই আরবী الإجماع শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ঐক্যমত পোষণ করা। কোন মাসআলায় আলেমদের ঐক্যমতকে الإجماع বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থে জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম ত্বাবারী পূর্বসূরীদের বেশ কিছু অভিমত একত্রিত করেছেন। আর তা হ'ল– (১) মুসলমানের মধ্যে বড় দল। (২) ফিরক্বায়ে নাজিয়ার মানহাজ তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের গৃহীত নীতির অনুসারী ইমাম ও বিদ্বানগণ। (৩) ছাহাবীগণ। (৪) কোন শারঈ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণকারী বিদ্বানগণ। (৫) মুসলমানদের জামা'আত, যখন তারা কোন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয় (الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير)।[৫] ইমাম শাত্বেবীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৬] হাদীছে এর প্রতিটি অর্থই পাওয়া যায়। তবে উপরোক্ত মতামতগুলি একত্রিত করলে জামা'আত শব্দের মৌলিক দু'টি অর্থ দাঁড়ায়[৭], তা হ'ল-

---

১. ইবনু ফারেস, মু'জামু মাক্বায়ীসীল লুগাহ, ১/৪৭৯।
২. মুসলিম হা/৫২৩।
৩. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব ১/১৩৫।
৪. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, ৩/১৫৭।।
৫. ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৭।
৬. الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة (আশ-শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম, ২/২৬৩)।
৭. ড. ছলাহ আছ-ছাভী, জামা'আতুল মুসলিমীন, মাফহূমুহা ওয়া কায়ফিইয়াতু লুযূমিহা ফী ওয়াক্বিইনাল মুআছির (কায়রো : দারুছ ছাফওয়াহ, তাবি), পৃ. ২১।

(১) এমন হকপন্থী জামা'আত (جماعة السنة أو جماعة الحق), যেটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা হকের অনুসারী এবং বিদ'আত পরিত্যাগকারী। এটা হ'ল সত্য পথ, যার উপর পরিচালিত হওয়া এবং যার অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। এটাই হ'ল ছাহাবীগণ এবং তাদের পথের অনুসারীদের গৃহীত নীতি ও মানহাজ, যা 'মা আনা আলাইহে ওয়া আছহাবিহী' [আমি (মুহাম্মাদ) ও আমার ছাহাবীগণ যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত]-এর সঠিক রূপ। এই দলের অনুসারীর সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক, এদেরই অনুসরণ অপরিহার্য। জামা'আতের এই সংজ্ঞা হকের অনুসরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللهِ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ، 'জামা'আত হ'ল যা আল্লাহ্র আনুগত্যশীল হয়, যদিও তুমি একাকী হও না কেন'।[৮]

(২) এমন ক্ষমতাশীল জামা'আত (جماعة التمكين), যেটি কিতাব ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। যাতে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য থাকা অপরিহার্য এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, সুন্নাতবিরোধী কোন ঐক্য এখানে ধর্তব্য নয়। যেমন খারেজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য দলসমূহ। এই সংজ্ঞাটি সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহ্র বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত।[৯] যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য এবং বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে দূরে থাক'।[১০] তিনি বলেন, الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব'।[১১]

মোদ্দাকথা উপরোক্ত সংজ্ঞাদ্বয় থেকে বোঝা যায় যে, জামা'আত শব্দের মধ্যে মৌলিক কিছু উপাদান থাকা আবশ্যক। যেমন তাতে একতাবদ্ধ বহু সংখ্যক

৮. হিবাতুল্লাহ আল-লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ, ১/১২১।
৯. ড. মুহাম্মাদ ইউসরী, ইলমুত তাওহীদ ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃ. ২১-২২।
১০. তিরমিযী হা/২১৬৫।
১১. আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭।

মানুষ থাকবে। তা দুনিয়াবী ফিৎনা, ভ্রষ্টতা ও ধ্বংস হওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করবে এবং তা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হবে। একজন মুসলিমের জন্য ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষার্থে উপরোক্ত দুই ধরনের জামা'আত অবলম্বন করাই যরূরী।

উল্লেখ্য যে, সামাজিক অর্থে 'জামা'আত' বলতে বুঝায় বিচ্ছিন্ন জনতা একটি বিশেষ লক্ষ্যে একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হওয়া। জামা'আত গঠনের প্রধান শর্ত হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্য। মসজিদ ভর্তি মুছল্লী থাকলেও যদি ইমাম না থাকে, তাকে যেমন জামা'আত বলা হয় না। তেমনি মুক্তাদীবিহীন ইমামকেও 'ইমাম' বলা হয় না। মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখল জীবন যাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি তিনজনে একটি সফরে বের হ'লেও সেখানে একজনকে 'আমীর' বা নেতা হিসাবে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জামা'আতে ছালাত হ'ল জামা'আতবদ্ধ জীবনের দৈনন্দিন প্রশিক্ষণের অংশ। জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা মানুষের স্বভাবধর্ম। একে অস্বীকার করা চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করার ন্যায়।

১৯২৪ সালে ইসলামী খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর মুসলিম উম্মাহ্র বৃহত্তর ঐক্যের পথ যখন রুদ্ধপ্রায়, সেই মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের টিকে থাকতে হ'লে মুসলিম উম্মাহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের ভিত্তিতে যে কোন মূল্যে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা অপরিহার্য। নতুবা একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলী যুগে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অসম্ভব। এই জামা'আত যদি রাষ্ট্রীয় জামা'আত হয়, তবে সেটাই সর্বোত্তম, যা হবে জামা'আতে আম্মাহ্র স্থলাভিষিক্ত (الدولة الاسلامية)।

আর যদি জামা'আতে আম্মাহ না থাকে, তবে জামা'আতে খাছ্ছাহ বা বিশেষ জামা'আত বা সংগঠন কায়েমের মাধ্যমে সর্বাবস্থায় আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ'-এর দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে-ইমরান ৩/১০৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاَةٍ مِّنْ الْأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ- وَقَالَ : إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ- 'কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে 'নেতা' নিযুক্ত না করা পর্যন্ত'।[১২] তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের তিনজন যখন সফরে বের হবে, তখন তাদের মধ্যে একজনকে যেন নেতা নির্বাচন করে'।[১৩]

এজন্য ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلاَيَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، بَلْ لاَ قِيَامَ لِلدِّيْنِ وَلاَ لِلدُّنْيَا إِلاَّ بِهَا، فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لاَ تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إِلاَّ بِالْاِجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ، 'এটি জেনে রাখা ওয়াজিব যে, নেতা নির্ধারণ করা দ্বীনের বড় ওয়াজিব সমূহের অন্যতম। বরং নেতৃত্ব ছাড়া দ্বীন ও দুনিয়ার কোন অস্তিত্বই থাকে না। কেননা মানব সম্প্রদায় তাদের পরস্পরের প্রয়োজন সমূহ পূর্ণ করতে পারে না, সমাজ ব্যতীত। আর অবশ্যই সমাজের জন্য একজন নেতা প্রয়োজন। অতঃপর তিনি বলেন, فَأَوْجَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ تَنْبِيهًا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الِاجْتِمَاعِ، 'সফরের সাময়িক ও অল্প সংখ্যক সাথীদের মধ্যেও একজনকে নেতা নির্বাচনের আদেশ দানের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) সমাজের অন্য সকল ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মতকে তাকীদ করেছেন'।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، 'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকট উত্তম ও অধিকতর প্রিয়, দুর্বল

১২. আহমাদ হা/৬৬৪৭।
১৩. আবুদাঊদ হা/২৬০৮।
১৪. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৩৯০।

মুমিনের চাইতে'।[১৫] নিঃসন্দেহে একক ব্যক্তির চাইতে সংগঠিত একদল মানুষ অবশ্যই শক্তিশালী এবং আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের জন্য যা অবশ্যই যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জামা'আত যত বড় হবে, আল্লাহ্র নিকট সেটি তত প্রিয় হবে'।[১৬] যেমন মুহাজির ও আনছারগণের ঐক্যবদ্ধ জামা'আতের মাধ্যমে মদীনায় বৃহত্তর ইসলামী খেলাফত কায়েম হয়। আধুনিক যুগে জামা'আতে খাছছাহ্র আমীর ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (১১১৫-১২০৬ হি./১৭০৩-১৭৯১ খৃ.)-এর নিকটে ১৭৪৪ সালে দির'ইইয়ার শাসক মুহাম্মাদ বিন সঊদ (১৬৯৭-১৭৬৫ খৃ.)-এর বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে বৃহত্তর সঊদী ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি রচিত হয়। যা দির'ইইয়ার বায়'আত (مُبَايَعَةُ الدِّرْعِيَّةِ) নামে খ্যাত।[১৭]

ইমাম শাওকানী তাঁর نيل الأوطار গ্রন্থে باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما، (বিচারক, আমীর প্রভৃতি নিয়োগ অপরিহার্য) শিরোনামে অধ্যায় রচনা করে লিখেছেন, وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم؛ لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى '(মুসাফির অবস্থায় তিন জনের জামা'আত গঠন) এটা ইঙ্গিত করে যে, তিন বা ততোধিক যত সংখ্যায় হোক না কেন, তাদের উপর একজনের নেতৃত্ব থাকবে। কেননা এতে মতভেদ থেকে নিরাপদ থাকা যায়, যা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। আর যদি নেতা না থাকে, তবে প্রত্যেকে নিজ মতে অটল থাকবে এবং নিজের খেয়াল-খুশী মত কাজ করবে। ফলে তারা ধ্বংস

১৫. মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮।
১৬. আবুদাঊদ হা/৫৫৪; নাসাঈ হা/৮৪৩; মিশকাত হা/১০৬৬।
১৭. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন বই, পৃ. ৯৬।

হবে। একজন নেতা নিয়োগের মাধ্যমে এই মতভেদ কমে যায় এবং একতা সৃষ্টি হয়। তিনজনের ক্ষেত্রে শরী'আত যদি নেতৃত্ব নির্বাচনকে অপরিহার্য করে, তবে কোন গ্রামে বা শহরে তা নির্বাচন করা অধিকতর শরী'আতসম্মত এবং পারস্পরিক যুলুম -নির্যাতন ও বিবাদ-বিসম্বাদ মেটাতে অধিকতর আবশ্যক'।[১৮]

সুতরাং ইসলামে জামা'আত একটি সার্বজনীন পরিভাষা, যা ইসলামী খেলাফত, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী সংগঠন সর্বক্ষেত্রে পরিস্থিতি মোতাবেক প্রযোজ্য হ'তে পারে, যদি তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত হয়। ইসলামী সমাজকে সুশৃংখল রাখতে যা ইসলামের একটি সুস্পষ্ট হেদায়াত।

***প্রশ্ন-২ : বর্তমানে প্রচলিত ইসলামী সংগঠনসমূহ কি ইসলামী জামা'আত? ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে সংগঠন কি হাদীছে বর্ণিত ইসলামী জামা'আতের দায়িত্ব পালন করতে পারে?***

**উত্তর :** ফিৎনার যুগেও নিজের ঈমান ও আমলকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল (ছা.) জামা'আতবদ্ধ হওয়ার জন্য বলেছেন। যেমন : ছহীহুল বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের 'ফিতান' অধ্যায়ে বহু ফিৎনার সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং সেসব ফিৎনা থেকে বাঁচার এই উপায় বলা হয়েছে যে, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'তুমি মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'। এটিই হ'ল ফিৎনার সময় রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ অছিয়ত।

ইসলামী খেলাফত পরবর্তী বিশ্বে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিদ্বানগণ ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- (১) دار الكفر (অমুসলিম বা কাফের রাষ্ট্র) (২) دار المسلمين (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র), (৩) دار الإسلام (ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র)। কোন স্থানে প্রকৃত দারুল ইসলাম থাকলে সেখানে উক্ত ইসলামী রাষ্ট্রই মুসলিম জামা'আত। যেমন সঊদী আরব। আর দারুল ইসলাম না থাকলে কাফের বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বিকল্প হিসাবে

১৮. শাওকানী, নায়লুল আওতার, পৃ. ৮/২৯৪।

সাধ্যমত বিশেষ জামা'আত গঠনের মাধ্যমে জামা'আতবদ্ধভাবে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যেতে হবে। এই সাংগঠনিক জামা'আত কাঠামোগতভাবে জামা'আতে খাছ্ছাহ বা বিশেষ পরিসরে গঠিত জামা'আত। এজন্য এসকল জামা'আত প্রয়োজনে একাধিক থাকতে পারে। এই জামা'আতগুলোকে বিদ্বানগণ جَمَاعَةٌ مِنَ বা جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ বলেন।

অতএব জামা'আতে আম্মাহ্র অনুপস্থিতিতে ক্ষুদ্রতর জামা'আত গুলোই جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ-এর স্থলাভিষিক্ত হবে এবং সাধ্যমত শারঈ বিধানসমূহ বাস্ত বায়ন করবে। তবে এই জামা'আতের আমীরগণ যেহেতু বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনস্থ থাকেন, তাই তারা হদ্দ বাস্তবায়ন করবেন না। কেননা এতে বিশৃংখলা তৈরী হবে।[১৯]

সঊদী আরবের স্থায়ী ফৎওয়া বোর্ডসহ বর্তমান বিশ্বের খ্যাতনামা বিদ্বানগণ প্রচলিত আহলেহাদীছ সংগঠনগুলোকে جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং জনসাধারণকে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজের উপর টিকে থাকার জন্য সালাফী সংগঠনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।[২০] যেমন সুদানের সালাফী সংগঠন আনছারুস সুন্নাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই সংগঠনটি মতবাদবিক্ষুব্ধ এই সমাজে সত্যিই 'জামা'আতুল মুসলিমীন' হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।[২১]

শায়খ বিন বায (রহ.) বলেন, أن الواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين، والتعاون معهم في أي مكان سواء كانت جماعة وجدت في

---

১৯. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃ. ৯৭।

২০. على الشاب المسلم أن يطلب العلم النافع على العلماء المحققين، ويتمسك بالسنة، ويكون مع جماعة المسلمين السائرين على منهج السلف الصالح (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ২৫/২৪১ (ফৎওয়া নং : ১৬২৫০)।

২১. فهي تمثل جماعة المسلمين الحقة في وسط هذه المجتمعات التي تعج بأنواع الفرق والنحل (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ২/৩২১ (ফৎওয়া নং : ১৬৮৭২)।

الجزيرة العربية، أو فيمصر، أو في الشام، أو في العراق، أو في أمريكا، أو في أوربا، أو في أي مكان ,فمتى وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار معهم، وأعانهم وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة، فإذا لم يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق: وهو الجماعة، ولو كان واحدًا, 'কোন মুসলিমের উপর ওয়াজিব হ'ল, جماعة المسلمين বা মুসলমানদের জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং যেখানে থাকুক তাদেরকে সহযোগিতা করা। হোক তা সঊদী আরবে বা মিসরে, শামে কিংবা ইরাকে, আমেরিকা কিংবা ইউরোপে অথবা যেখানেই হোক। যখনই একজন মুসলিম এমন কোন জামা'আতের সন্ধান পাবে যারা হক্বের দিকে আহ্বান জানায়, তার উচিত হবে সেই জামা'আতকে সহযোগিতা করা, তাদের সাথে থাকা, তাদেরকে সাহায্য করা, অনুপ্রাণিত করা, তাদেরকে সত্য ও প্রজ্ঞার উপর কায়েম থাকার জন্য সহায়তা করা। আর যদি কোন প্রকারের জামা'আতই খুঁজে না পায়, তবে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। যদিও সে একাই হোক না কেন'।[২২]

তিনি অন্যত্র বলেন, جماعة المسلمين هم الملتزمون بأمر الله، العاملون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم جماعة المسلمين في أي مكانٍ 'জামা'আতুল মুসলিমীন হ'ল ঐ জামা'আত, যা আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করে, আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র উপর আমল করে। প্রতিটি স্থানে তারাই হ'ল 'জামা'আতুল মুসলিমীন'। তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বলেন, فجماعة المسلمين هم الملتزمون بالإسلام، السَّائرون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانوا قليلين، في أي طرفٍ من الأرض، في أي بقعةٍ، فالجماعة الملتزمة في أمريكا هم جماعة المسلمين، والملتزمة في لندن هم جماعة المسلمين، والملتزمة في فرنسا مثلًا أو هولندا أو كذا هم الجماعة، وهكذا الجماعة الملتزمة في أي مكانٍ: في الجزيرة العربية، في مصر، في الشام، في

২২. শায়খ বিন বায, মাজমু' ফাতাওয়া, ৮/১৭৯।

إندونيسيا. المقصود مَن التزم بأمر الله، واستقام عليه، ودعا إليه؛ هؤلاء هم الجماعة الملتزمة، تلزمهم وتُكثِّر سوادهم أينما كنتَ، في الجهة التي أنت فيها.

'অতএব জামা'আতুল মুসলিমীন হ'ল, যেই জামা'আত ইসলামকে ধারণ করে। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে চলে। যদিও তারা সংখ্যায় কম হোক না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন, যে কোন ভূখণ্ডেই হোক না কেন। অতএব অনুরূপ যে জামা'আত আমেরিকায় রয়েছে, তারা সেখানকার জামা'আতুল মুসলিমীন, যে জামা'আত লন্ডনে রয়েছে, তারা সেখানকার জামা'আতুল মুসলিমীন, অনুরূপই ফ্রান্স, হল্যাণ্ডেও। তদ্রূপই সঊদী আরব, মিসর, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়ার জন্য প্রযোজ্য। মূলকথা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ জামা'আত, যা আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলে, তার উপর টিকে থাকে এবং তার দিকেই মানুষকে আহ্বান করে। অতএব উচিৎ হবে যে, তাদের সাথে সম্পৃক্ত হৌন; যেখানেই থাকেন, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন'।[২৩]

অন্যত্র তিনি বলেন, هذا أمره ﷺ عند تغير الأحوال: أن يلزم جماعة المسلمين، فالجماعة التي ترى أنها أقرب إلى الحقِّ وأقرب إلى الهدى تلزمها وتُعينها، ولو كان فيها نقصٌ، ولو كان فيها أخطاء، تُعينها على الصواب، وتُرشدها إلى الخطأ؛ لأنها جماعة مسلمين، جماعة من المسلمين

'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ হ'ল, জামা'আতুল মুসলিমীনকে আঁকড়ে ধরা। যে জামা'আতকে দেখা যাবে যে, হক্বের দিকে বেশী নিকটবর্তী, সঠিকপথের অধিক অনুগামী সে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং সহযোগিতা করতে হবে। যদিও তার মধ্যে কিছু ঘাটতি, কিছু ভুল থাকুক না কেন। যদি তারা সঠিক কাজ করে, তবে সহযোগিতা করতে হবে। যদি কোথাও ভুল করে, সঠিক পরামর্শ দেবে। কেননা তা হ'ল জামা'আতুল মুসলিমীন কিংবা মুসলমানদের একটি জামা'আত।[২৪]

---

২৩. ما معنى "جماعة المسلمين" في الحديث؟ প্রশ্নের জবাবে শায়খ বিন বায (দ্র. https://binbaz.org.sa/)।

২৪. ما موقف المسلم تجاه الجماعات الإسلامية؟ প্রশ্নের জবাবে শায়খ বিন বায (দ্র. https://binbaz.org.sa)।

হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, "فاعتزل تلك الفرق" وهل هذا الأمر على إطلاقه وأن الإنسان إذا لم يجد إماما عاما للمسلمين يجب عليه أن يعتزل؟ الظاهر لا، لكن على كل حال إذا كانت هذه الفرق آمنة ليس فيها تناحر فاختر ما ترى أنه أقرب إلى تحكيم شريعة الله عز وجل إذا تمكنت من ذلك 'এই হাদীছে 'সমস্ত দলসমূহকে ত্যাগ করা'র অর্থ কি এই যে, মুসলিম সমাজে একজন সার্বজনীন ইমাম না থাকলে বাকি দলগুলিকে ত্যাগ করতে হবে? এটা স্পষ্ট যে, এ কথা সঠিক নয়'। অতঃপর তিনি বলেন, বরং পরিস্থিতি যাই হোক, যদি বিদ্যমান দলগুলো শান্তিপূর্ণ হয় এবং পারস্পরিক হানাহানি মুক্ত থাকে, তবে যে দলটি আল্লাহ্র শরী'আত বাস্তবায়নে অধিক অগ্রসর, সেটিকে ধারণ কর; যদি তা সম্ভবপর হয়'।[২৫]

সর্বোপরি, মুসলমানদের প্রতি সাধারণ নির্দেশ হ'ল এই যে, তারা সর্বাবস্থায় জামা'আতবদ্ধ থাকবে, সেটার রূপ খেলাফত হোক, কিংবা রাষ্ট্র কিংবা ইসলামী সংগঠন। আর এটাই হ'ল সেই বাস্তবতা যার ঘোষণা দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট শব্দে দিয়েছিলেন যে, لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ، 'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া এবং ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া'।[২৬] অর্থাৎ নেতৃত্ববিহীন মুসলিম সমাজ কল্পনা করা যায় না।

### *প্রশ্ন-৩ : জামা'আত নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয়ের কারণ কী?*

**উত্তর :** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার পিছনে একটা বড় কারণ হ'ল, সমালোচকের ব্যক্তিগত দুর্বলতা। যেমন- স্বভাবজাত অন্তর্মুখিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অসামাজিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা, জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত থাকার ইচ্ছা, উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়া, উপযুক্ত

২৫. ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম-এর ব্যাখ্যা- শায়খ ছালিহ ইবনুল উছায়মীন (দ্র. https://alathar.net)।

২৬. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, পৃ. ১/২৬৩।

সংগঠন না পাওয়া, পারিবারিক বাধা, দায়িত্বহীনতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, নিফাকী, ঈমানী দুর্বলতা প্রভৃতি। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা ঢাকতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা বা জামা'আত নিয়ে সংশয়ের জাল বিস্তার করেন। এছাড়া আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে অস্বীকার করে। এসব শয়তানী ধোঁকা বা প্রতারণার ফাঁদ ছাড়া আর কিছু নয়।

এছাড়া নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার অন্যতম কারণ। মুসলিম সমাজ থেকে ইসলামী খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে নতজানুতা ও গোলামীর মানসিকতা তাদেরকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছে যে, সমাজে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও হৃদয় থেকে উবে গেছে। ফলে নেতৃত্ব দেয়ার সক্ষমতা যেমন তারা হারিয়েছে, তেমনি কোন যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে থাকার মত দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধও হারিয়েছে। অথচ নেতা ছাড়া কোন কাজই হয় না, কোন সমাজই চলতে পারে না। আর আনুগত্যহীন কোন নেতৃত্ব চলে না। সুতরাং ইসলামী সমাজ গড়তে হ'লে জামা'আতবদ্ধ জীবনের কোন বিকল্প নেই। দাওয়াতী ময়দানে সফলতা পাওয়া কিংবা কোন সভ্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সংঘবদ্ধ প্রয়াস ছাড়া কখনই সম্ভব নয়।

### *প্রশ্ন-৪ : সংগঠনগুলো কি সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি করছে?*

**উত্তর :** প্রায়শঃই সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলোর মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। তবে সে অনৈক্যের জন্য সংগঠন দায়ী নয়, বরং ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি দায়ী, যারা নিজেরা ব্যক্তিস্বার্থে দ্বন্দ্ব বা অনৈক্য সৃষ্টি করে। সংগঠন তো কেবল একটি প্রতিষ্ঠান এবং সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার অংশ মাত্র। প্রতিটি সংস্থা, মাদ্রাসা সবই মূলত এক একটি সংগঠন। এক্ষেত্রে দায়ী হবে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ, কোন সংস্থা, সংগঠন বা মাদ্রাসা নয়। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ-বিবাদের জন্য তারা নিজেরা দায়ী; এজন্য বিবাহ ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায় না। আবার মসজিদ-মাদ্রাসার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জন্য কমিটি দায়ী, মসজিদ-মাদ্রাসা নয়। একই ভাবে আমরা দেখি সমাজে একজন আলেম অপর আলেমের প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করেন, তার অর্থ কি এই যে, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা নিষিদ্ধ করতে হবে! আলেম

হওয়ার কেন্দ্রসমূহ তথা মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করতে হবে! কখনই নয়। কারণ এজন্য জ্ঞানার্জন দায়ী নয়, মাদ্রাসাও দায়ী নয়; দায়ী হ'ল হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি নিজেই।[২৭]

### *প্রশ্ন-৫ : সংগঠন মানে কি সংকীর্ণতা নয়?*

**উত্তর :** সংগঠন সংকীর্ণতা তৈরী করে না, বরং সংকীর্ণমনা ব্যক্তিরাই সংকীর্ণতা সৃষ্টির জন্য দায়ী। সেই ব্যক্তির সংকীর্ণতার দায় সংগঠনের উপর চাপিয়ে দিয়ে যারা সুযোগ খোঁজে, তারা নিছক সুবিধাবাদী কিংবা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে ব্যস্ত। কেননা এই ধরনের সংকীর্ণতা কেবল সংগঠনে কেন; ব্যক্তি, সংস্থা, মাদ্রাসা সব জায়গায় হ'তে পারে। অথচ অন্ধভাবে শুধু সংগঠনের মধ্যে দোষ খোঁজা এবং সংকীর্ণতার জন্য সংগঠনকে দায়ী করা নিছক ভাওতাবাজি এবং দূরভিসন্ধিমূলক। নতুবা নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, এক মাদ্রাসয সাথে অপর মাদ্রাসার অসুস্থ প্রতিযোগিতাকে তারা কিভাবে ব্যাখ্যা করেন? সেজন্য তারা কাকে দায়ী করবেন?

### *প্রশ্ন-৬ : জামা'আত বলতে কি রাষ্ট্রকে বুঝায় কিংবা জামা'আত কি কেবল রাষ্ট্রের সাথে খাছ?*

**উত্তর :** না। কারণ রাষ্ট্র একটি ব্যাপকতর বিষয়, যা ক্ষমতার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। আর যদি জামা'আতবদ্ধ থাকার নির্দেশটি কেবল রাষ্ট্রের সাথে খাছ হ'ত, তবে নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরযে আইন হ'ত, যা কিনা ইসলামী নীতিবিরুদ্ধ।

যারা এই চিন্তাধারার অধিকারী তারা মনে করেন যে, খেলাফত ছাড়া নেতৃত্বই নেই। রাষ্ট্র ব্যতীত কোন সংগঠন বা জামা'আত গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ তারা ভাল করেই জানেন যেন, সবসময় সারা দুনিয়ায় সব স্থানে ইসলামী খেলাফত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিংবা সারাবিশ্বে একক খেলাফত থাকবে—এটা অসম্ভব ও অবাস্তব চিন্তা। কিন্তু সর্বাবস্থায় যে ইসলামী জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ থাকতে হবে-এটাই ইসলামের দাবী। ফলে বৃহত্তর জামা'আত হিসাবে রাষ্ট্র যেমন জামা'আত (জামা'আতে আম্মাহ), তেমনি বিশেষ জামা'আত হিসাবে ইসলামী সংগঠনও জামা'আত

২৭. দ্র. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, পৃ. ৩৬-৪৮।

(জামা'আতে খাছ্ছাহ)। উভয় জামা'আতই সমান গুরুত্বের দাবীদার। পার্থক্য এটুকু যে, বৃহত্তর জামা'আত একটাই হয় এবং বিশেষ জামা'আত একাধিক হয়। বৃহত্তর জামা'আতের আনুগত্য সবার জন্য। বিশেষ জামা'আতের আনুগত্য বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য।[২৮]

আর জামা'আতকে রাষ্ট্রের সাথে খাছ করার একটি বিপদ হ'ল এই যে, তখন জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য ফরয দায়িত্ব হয়ে যাবে, যেমনটি ইখওয়ানী ও খারেজীরা ধারণা করে। অথচ এই আক্বীদা সঠিক নয়।

### *প্রশ্ন-৭ : একটি রাষ্ট্রে প্রচলিত সাংগঠনিক জামা'আত গঠন করতে গেলে কি সেই রাষ্ট্রকে কাফের ঘোষণা করতে হবে?*

**উত্তর :** এটা ভ্রান্ত চিন্তা। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশেষ জামা'আত (জামা'আতে খাছ্ছাহ) রাষ্ট্রীয় জামা'আত (জামা'আতে আম্মাহ)-এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। রাষ্ট্রীয় জামা'আত (জামা'আতে আম্মাহ)-এর উপস্থিতিতেও বিশেষ জামা'আত (জামা'আতে খাছ্ছাহ) থাকতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে যে কোন মুসলিম বা সেক্যুলার দেশে জামা'আত গঠন করা বা সংগঠন করা বৈধ। সুতরাং বিশেষ জামা'আত (জামা'আতে খাছ্ছাহ)-এর বৈধতার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে কাফের ঘোষণার কোন প্রয়োজন নেই।

### *প্রশ্ন-৮ : হদ কায়েম করতে না পারলে বা জিহাদ ঘোষণা করতে না পারলে সেটা কি জামা'আত হয়?*

**উত্তর :** অনেকে তাচ্ছিল্য করে বলে, যে ব্যভিচারীকে পাথর মারতে পারেন না এবং চোরের হাত কাটতে পারেন না, জিহাদের ঘোষণা দিতে পারেন না, তিনি আমীর বা ইমাম হন কিভাবে! এর উত্তর হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১৩ বছর মক্কায় ছিলেন। অবশেষে তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। তিনি সেদিনগুলোতে অনেক দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। অবস্থা অত্যন্ত নাযুক ছিল। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ যার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*।

২৮. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃ. ৯৭।

অবশেষে তিনিও জন্মভূমিকে বিদায় জানান *(ছাফ্ফাত ৩৭/৯৯)*। হযরত লূত (আঃ)-এর নিকটে যখন তাঁর বদমাশ সম্প্রদায় শয়তানী করার জন্য আসে, সে সময় তাঁর বাড়ীতে ফেরেশতারা মেহমান ছিলেন। লূত (আঃ) তখন আফসোস করে বলেন, لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ 'হায়! যদি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন শক্তি থাকত অথবা আমি যদি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় পেতাম!' *(হূদ ১১/৮০)*। একইভাবে নূহ (আঃ)ও নিজের দুর্বলতা স্বীকার করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ 'অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে আহবান করল, হে প্রভু! আমি পরাজিত। অতএব তুমি ওদের থেকে প্রতিশোধ নাও' *(ক্বামার ৫৪/১০)*। উপরোক্ত ঘটনাসমূহ থেকে স্পষ্ট যে, অধিকাংশ নবীই শত্রুদের মুকাবিলায় দুর্বল ছিলেন। তারা ঈমানদারদেরকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে পাননি। তাহ'লে কি তাঁরা তখন মুমিনদের ইমাম বা নেতা ছিলেন না? তাদের দলভুক্ত ঈমানদাররা কি জামা'আতবদ্ধ ছিল না! মাক্কী জীবনে রাসূল (ছাঃ) কি আমীর ছিলেন না! ছাহাবীরা তখন জামা'আতহীন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল! *আল-ইয়াযু বিল্লাহ*। এভাবেই শয়তান মানুষকে ভ্রান্ত যুক্তি দিয়ে পথভ্রষ্ট করে!

### *প্রশ্ন-৯ : বর্তমানে কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা কি অপরিহার্য?*

**উত্তর :** রাসূল (ছাঃ) খুব স্পষ্টভাবে এবং জোর তাকীদের সাথে মুসলিম উম্মাহকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু জামা'আত বলতে যদি শুধু রাষ্ট্রই বুঝায়, তবে কি এই হুকুম কেবলমাত্র খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল? কেননা খুলাফায়ে রাশেদীনের পর প্রকৃত ইসলামী খিলাফত বিদায় গ্রহণ করেছে এবং ১৯২৪ সাল থেকে নামমাত্র খিলাফতের যা বাকী ছিল, তাও পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। আর সেই সাথে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রায় সবগুলোই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাহ'লে এই পরিস্থিতিতে সমাজে দাওয়াত ও জিহাদের গুরুদায়িত্ব কিভাবে পালিত হবে? তেমনিভাবে অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম বাসিন্দারা কিভাবে ইসলামী জীবন যাপন করবে? এমতাবস্থায় একাকী দাওয়াত ও

জিহাদের দায়িত্ব পালন করা কি সম্ভব? আদৌ নয়। এজন্য যে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি অনুধাবন করবেন যে, জামা'আতবদ্ধ জীবন ছাড়া বিকল্প কোন পন্থায় প্রকৃত ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব নয়। আর জামা'আতবদ্ধ জীবন অর্থই হ'ল সেখানে নেতৃত্ব ও আনুগত্য থাকা। কেননা আনুগত্য ব্যতীত কোন ইমারত বা জামা'আত গঠিত হ'তে পারে না। যেকোন সংগঠনেই নেতাকে অনুসরণ ও তার নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়, কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও তার নিয়ম-নীতির অনুসরণ করতে হয়, অথচ ইসলামী জীবনযাপনে কারু আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে হবে না, এ কথা কি গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে? ওমর (রাঃ) এজন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না ইমারত ছাড়া এবং ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া।[২৯]

সুতরাং একক নেতৃত্ব ও একক রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকার এই যুগে আমাদের জন্য সাংগঠনিকভাবে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনই বিকল্প ব্যবস্থা। এজন্য শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বিভিন্ন দেশের পৃথক পৃথক নেতৃত্ব ও তার আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। তিনি তাঁর এক বক্তব্যে বলেন, إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد!!- نسأل الله العافية- ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟ 'অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান যুগে মুসলমানদের কোন নেতা নেই, অতএব কারো কাছে বায়'আতও নেই। আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা চাই। জানি না তারা আসলে কী চায়। তারা কি চায় যে, কোন নেতৃত্ব না থেকে সমাজটা বিশৃংখলায় ভরে যাক! তারা কি চায় যে এটা বলা হোক, প্রত্যেক মানুষ হোক নিজেই নিজের নেতা!' অতঃপর তিনি বলেন, لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها، فهو إمام فيها 'দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের এই অবস্থা বিরাজমান যে, কোন এক স্থানে যদি কেউ কোনভাবে নেতৃত্বের অধিকারী হয় এবং তার কথা সমাজে

২৯. দারেমী হা/২৫১, সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তবে বক্তব্য ছহীহ হাদীছসমূহের অনুকূলে।

কার্যকর হয়, তবে তিনিই সেই সমাজের নেতা হন'।[৩০] তিনি এর সপক্ষে শায়খ বিন বাযের একটি উক্তি নকল করেছেন, إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحداً إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموماً؟!! هذا لا يمكن 'আজকের যুগে একক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্ভব নয়, এটাই বাস্তবতা। তুমি দেখবে বিভিন্ন দেশে নির্বাচন হচ্ছে, ক্ষমতার লড়াই চলছে, সেখানে ঘুষের লেনদেন, ভোট ক্রয়-বিক্রয় চলছে। যেখানে একটি দেশের জনগণই এই বানোয়াট নির্বাচন ছাড়া তাদের নেতা নির্বাচন করতে পারছে না, সেখানে সমগ্র মুসলিমদের নেতা কিভাবে নির্বাচন করবে! এটা সম্ভব না।[৩১]

### *প্রশ্ন-১০. বায়'আত কী? ইসলামী সমাজ জীবনে বায়'আতে গুরুত্ব কী?*

**উত্তর :** বায়'আত অর্থ অঙ্গীকার। দুনিয়াবী সমাজ ব্যবস্থায় পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য শপথ ও অঙ্গীকার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিম-অমুসলিম সব সমাজেই এটি রয়েছে। এমনকি মক্কার জাহেলী সমাজেও এটা চালু ছিল। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা এবং কার্যের ধরন অনুযায়ী অঙ্গীকারের ধরন ও ভাষা পরিবর্তিত হয়। ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেতৃত্ব ও আনুগত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ইসলামী জীবন ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নেতা ও কর্মীর মধ্যে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করতে হয়। ইসলামী পরিভাষায় যাকে বায়'আত বলা হয়'।[৩২]

ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন বলেন, أَنَّ اَلْبَيْعَةَ هِيَ اَلْعَهْدُ عَلَى اَلطَّاعَةِ كَأَنَّ اَلْمُبَايِعَ يُعَاهِدُ أَمِيرَهُ عَلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ اَلنَّظَرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ وَأُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا

৩০. ইবনুল উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' (রিয়াদ : দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২২ হি.), পৃ. ৮/১০।
৩১. তদেব।
৩২. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২০৪।

يُنَازِعُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُطِيْعُهُ فِيْمَا يُكَلِّفُهُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ 'আনুগত্যের অঙ্গীকারকে বায়'আত বলা হয়। যেন বায়'আতকারী তার আমীর বা নেতৃত্বের সাথে এমনভাবে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে যে, তিনি তার ও মুসলিমদের বিষয়াদির প্রতি নযর রাখবেন। আর এ ব্যাপারে সে আমীর বা নেতার বিরুদ্ধাচরণ করবে না; বরং পসন্দে-অপসন্দে নেতার প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবে'।[৩৩]

সব প্রতিষ্ঠান, সমাজ, সংগঠনেই বিভিন্ন রূপে ও পদ্ধতিতে আনুগত্যের শপথ ও অঙ্গীকার রয়েছে। তবে ইসলামী সংগঠনে শপথ বা বায়'আতের লক্ষ্য হয় পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্র বিধানকে সাধ্যমত পালন করার চেষ্টা করা। জাহেলী আরবে আল্লাহ্র নামে শপথের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু সেখানে আল্লাহ্র বিধান মানার অঙ্গীকার ছিল না।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্র নেতৃত্ব ও আনুগত্য রয়েছে। যা ব্যতীত সবই অচল। সেই সাথে রয়েছে আনুগত্যের মৌখিক নিশ্চয়তার জন্য শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা। রয়েছে শপথ ভঙ্গ করলে শাস্তির ব্যবস্থা। তেমনি সুশৃংখলভাবে সংগঠন পরিচালনা ও সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালনের স্বার্থে রয়েছে নেতা বা আমীরের নিকট আল্লাহ্র নামে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের ব্যবস্থা। যা সাধারণ অঙ্গীকারের ঊর্ধ্বে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত। তাই এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশী।

### *প্রশ্ন-১১. বায়'আত কত ভাগে বিভক্ত?*

**উত্তর :** পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বায়'আত শব্দটি শপথ, চুক্তি, আনুগত্যের প্রকাশ, ক্রয়-বিক্রয় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের বায়'আত গ্রহণ করেছেন। কখনও তা ছিল আনুগত্য অর্থে, কখনও শপথ বা চুক্তির অর্থে। সাধারণভাবে বায়'আতকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়, যা নিম্নরূপ[৩৪] :

---

৩৩. ইবনু খালদূন, তারীখু ইবনে খালদূন (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ: ১৯৮৮ খ্রি), পৃ. ২৬১।
৩৪. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তুয়াইজিরী, মাওসূআতিল ফিক্বহিল ইসলামী (রিয়াদ: বায়তুল আফকার আদ-দুয়ালিয়াহ, ১ম প্রকাশ: ২০০৯ খ্রি), পৃ. ৫/৩০৪-৬।

**১. ইসলামের উপর বায়'আত (البيعة على الإسلام) :** যেমন জরীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত করেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (হক) মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল-এ বাণীর সাক্ষ্য দেয়া, ছালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, নেতার আদেশ শ্রবণ করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করা'।[৩৫]

**২. পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুরক্ষা প্রদানের বায়'আত ( البيعة على النصرة والمَنعة) :** যেমন আনছার ছাহাবীগণ মিনায় আক্বাবার দ্বিতীয় বায়'আতে রাসূল (ছাঃ)-কে সহযোগিতা করা এবং সুরক্ষা দেয়ার ব্যাপারে বায়'আত করেছিলেন। সেই বায়'আতে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ، فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ '(যখন আমি ইয়াছরিবে আগমন করব) তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। সেসব অনিষ্ট থেকে তোমরা আমার সুরক্ষা দেবে, যা থেকে তোমরা তোমাদের নিজেদের, তোমাদের স্ত্রীদের এবং তোমাদের সন্তানদের রক্ষার ব্যবস্থা করে থাক। আর (এর বিনিময়ে) তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত'।[৩৬]

**৩. জিহাদের বায়'আত (البيعة على الجهاد) :** যেমন বায়'আতুর রিযওয়ান। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، 'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার হাতে

৩৫. বুখারী হা/২১৫৭; মুসলিম হা/৫৬।
৩৬. আহমাদ, হা/১৪৬৫৩, ছহীহ।

বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে, এজন্য তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর পুরস্কার হিসাবে তাদেরকে দিলেন আসন্ন বিজয় এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা গ্রহণ করবেন। আর আল্লাহ হ'লেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(ফাতহ ৪৮/১৮-১৯)*।

**৪. হিজরতের বায়'আত (البيعة على الهجرة) :** যেমন মুজাশে' ইবনে মাসঊদ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি আমার ভাই আবু মা'বাদকে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! একে আপনি হিজরত করার উপর বায়'আত নিন। তিনি বললেন, قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا 'যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিয়ে হিজরত শেষ হয়ে গেছে'। আমি বললাম, فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟ 'তাহ'লে কোন ব্যাপারে তার বায়'আত নিবেন? তিনি বললেন, عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ 'ইসলাম, জিহাদ ও কল্যাণকর কাজে'।[৩৭]

**৫. আনুগত্যের বায়'আত (البيعة على السمع والطاعة):** যেমন আক্বাবার তৃতীয় শপথ। উবাদাহ ইবনুছ ছমেত (রাঃ) বলেন, بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত করেছি যে, দুঃখে-সুখে, অনুরাগ-বিরাগে এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিলে সর্বাবস্থায় আমরা আপনার আনুগত্য করব। আর এ মর্মে বায়'আত করেছি যে, নেতার আনুগত্য করার ব্যাপারে আমরা পরস্পর দ্বন্দ্বে জড়াবো না, আমরা যেখানেই থাকি, হক কথা বলব এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার তোয়াক্কা করব না'। অপর বর্ণনায় এসেছে,

৩৭. বুখারী হা/৪৩০৫; মুসলিম হা/১৮৬৩।

إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ، 'কিন্তু যদি (আমীরের মধ্যে) স্পষ্ট কুফরী দেখ, আর সে বিষয়ে আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমাদের নিকটে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান থাকে, তাহ'লে ভিন্ন কথা'।[৩৮]

***প্রশ্ন-১২. সাংগঠনিক বায়'আত কোন প্রকারের বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত?***

**উত্তর :** সাংগঠনিক বায়'আত সর্বশেষ আনুগত্যের বায়'আত ( البيعة على السمع والطاعة) -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর আনুগত্যের বায়'আতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

**(১) সাধারণ বায়'আত (البيعة العامة) :** এই বায়'আত সাধারণ যে কোন আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেটা জিহাদ, সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ, দাওয়াতী সংস্থা, সংগঠন যে কোন ক্ষেত্রে হ'তে পারে।[৩৯] সাংগঠনিক বায়'আত এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এই বায়'আতের বৈশিষ্ট্য হ'ল- (১) নেতাকে হদ কায়েমকারী শাসক হওয়া যরূরী নয়। ইবনুল 'আরাবী (রহঃ) বলেন, وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالطَّالِبِ، فَأَمَّا الْحُدُودُ فَلاَ يَحْكُمُ فِيهَا إِلاَّ السُّلْطَانَ، 'আর এটি হ'ল মাল-সম্পদ ও অন্যান্য দাবী-দাওয়ার বিচার-ফায়ছালার ক্ষেত্রে। কিন্তু দণ্ডবিধি সমূহ বাস্ত বায়নের অধিকার থাকবে কেবল শাসকের'।[৪০] (২) এই বায়'আত ঐচ্ছিক (إِخْتِيَارِى) অর্থাৎ যিনি বায়'আত করবেন কেবল তার জন্যই প্রযোজ্য, অন্যদের জন্য নয়। কারো জন্য বাধ্যতামূলকও নয়। (৩) এই বায়'আত নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ যে বিষয়ে গ্রহণ করা হবে, তার জন্যই প্রযোজ্য। (৪) এই বায়'আত একাধিক হয় তথা একই ব্যক্তি একাধিক বিষয়ে একাধিক জনের কাছে বায়'আত গ্রহণ করতে পারে। (৫) এই বায়'আত করার পর শারঈ কারণ ব্যতীত তাঁর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহ। কেননা আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

৩৮. বুখারী হা/৭০৫৬; মুসলিম হা/১৭০৯।
৩৯. বদর বিন ইবরাহীম আর-রাখীছ, আল-বায়'আতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ২৬৬-৬৭।
৪০. কুরতুবী, তাফসীর সূরা মায়েদাহ ৪১ আয়াত, ৬/১৭১ পৃ.।

مَسْئُولاً– 'আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৪)*। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী বলেন, يجب الوفاء بالعهود والعقود سواء كانت بين المسلمين أو بين المسلمين والكفار أو بين الأفراد والبيعة بجميع أنواعها داخلة في هذه العقود والعهود 'অঙ্গীকার ও চুক্তি পূরণ করা ওয়াজিব সেই চুক্তি মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে হোক বা মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে হোক অথবা ব্যক্তি পর্যায়ে পরস্পরের মধ্যে হোক। আর সর্বপ্রকার বায়'আত এসব চুক্তি ও অঙ্গীকারের আওতাভুক্ত।[৪১]

**(২) বিশেষ বায়'আত (البيعة الخاصة) :** এই বায়'আত হ'ল রাষ্ট্রীয় বায়'আত যা খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য প্রযোজ্য।[৪২] এই বায়'আতের বৈশিষ্ট্য হ'ল– (১) এই বায়'আত কেবল হদ্দ কায়েমকারী শাসক গ্রহণ করতে পারবেন। (২) এই বায়'আত রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক (إِجْبَارِى), যতক্ষণ খলীফা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে ইসলামী বিধান মোতাবেক দেশ পরিচালনা করেন।[৪৩] (৩) এই বায়'আত যিনি গ্রহণ করবেন তাকে কুরায়শী বংশোদ্ভূত হ'তে হবে। (৪) এই বায়'আত একাধিক হয় না। অর্থাৎ একজন খলীফা বা আমীর থাকতে অন্য কেউ আমীর হিসাবে বায়'আত গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا 'যখন দুইজন খলীফার বায়'আত করা হবে, তখন পরের জনকে হত্যা কর'।[৪৪] (৫) এই বায়'আত করার পর কুফরী ব্যতীত শাসকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ

৪১. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তুয়াইজিরী, মাওসূআতিল ফিক্বহিল ইসলামী, পৃ. ৫/৩০৯-১০।
৪২. বদর বিন ইবরাহীম আর-রাখীছ, আল-বায়'আতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ২৭১।
৪৩. ড. যুহায়ের উছমান আলী নূর, আল-বায়'আতু ফিস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ, পৃ. ৩৮২।
৪৪. মুসলিম হা/১৮৫৩; মিশকাত হা/৩৬৭৬ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি (শাসকের) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে, সে ক্বিয়ামতের দিন দলীলবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তার ঘাড়ে কোন বায়'আত নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে'।[৪৫] এ ব্যাপারে হাফেয ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ الَّذِي انْعَقَدَتْ لَهُ الْبَيْعَةُ وَالْمَنْعُ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَلَوْ جَارَ فِي حُكْمِهِ وَأَنَّهُ لَا يَنْخَلِعُ بِالْفِسْقِ، 'এ হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, শাসকের হাতে বায়'আত করা হয়েছে, তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। তিনি যুলম করলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কোন ফাসেকী কাজ করলেও তার আনুগত্য ছিন্ন করা চলবে না'।[৪৬]

***প্রশ্ন-১৩. শাসক ব্যতীত কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করা সুন্নাহসম্মত কী?***

**উত্তর :** হ্যাঁ। কেননা বায়'আত শুধু শাসক নয়, অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে শাসকের জন্য যে বায়'আত খাছ, তা হ'ল খিলাফতের বায়'আত। আর শাসক ব্যতীত অন্যের কাছে সাধারণ আনুগত্যের বায়'আত করা যায়, যা রাসূল (ছাঃ)-এর আমল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন- সুনান নাসাঈর 'বায়'আত' (اَلْبَيْعَةُ) অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার বায়'আতের ১৭টি অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে। যাতে মোট ৬০টি ছহীহ হাদীছ সংকলিত হয়েছে।[৪৭] যেমন–

(১) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ('আমীরের আদেশ শ্রবণ ও মান্য করার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (২) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لاَّ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ('আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করব না উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৩) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ ('সত্য কথা বলার উপরে

৪৫. মুসলিম হা/১৮৫১।
৪৬. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১৩/৭১-৭২।
৪৭. শায়খ আলবানীর তাহকীক কৃত নাসাঈতে হা/৪১৪৯ হ'তে ৪২১১ পর্যন্ত ৪১৬০ ও ৪১৬৮ দু'টি যঈফ হাদীছ বাদে।

বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৪) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ ('ন্যায় কথা বলার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৫) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الأَثَرَةِ ('অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া হ'লে তাতে ধৈর্যধারণের উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৬) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ('প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সদুপদেশ দেওয়ার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৭) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ ('যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৮) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْمَوْتِ ('আমৃত্যু দৃঢ় থাকার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৯) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْجِهَادِ ('জিহাদের উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)।

(১০) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْهِجْرَةِ ('হিজরত করার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১১) بَابُ الْبَيْعَةِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ('পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সকল বিষয়ে আনুগত্য করার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১২) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ ('মুশরিক হ'তে পৃথক থাকার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৩) بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ('মহিলাদের বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৪) بَابُ بَيْعَةِ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ ('ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তির বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৫) بَابُ بَيْعَةِ الْغُلاَمِ ('বালকদের বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৬) بَابُ الْبَيْعَةِ فِيمَا الْمَمَالِيكِ ('ক্রীতদাসদের বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৭) يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ ('মানুষের সাধ্যের অধীন কাজে আনুগত্য করার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ)।

উপরোক্ত অধ্যায়গুলোর শিরোনাম থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, বায়'আত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শপথ, চুক্তি, অঙ্গীকার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি কেবল খেলাফত বা রাষ্ট্রের সাথে খাছ নয় অথবা কেবল শাসকের সাথেও সম্পৃক্ত নয়। এমনকি বায়'আত খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য সৃষ্ট বিশেষ কোন শারঈ পরিভাষাও নয়, বরং দুই পক্ষের মধ্যে কৃত যে কোন

চুক্তি বা অঙ্গীকারের জন্য জাহেলী আরব থেকেই এর প্রচলন ছিল। যা আক্বাবার শপথ থেকেই প্রমাণিত। কেননা **প্রথমতঃ** সেখানে বায়'আতের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নন, বরং নবমুসলিম আনছার ছাহাবীরাই হাত বাড়িয়েছিলেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বায়'আতের পদ্ধতি শিখিয়ে দেননি। যা প্রমাণ বহন করে যে, এটি আরবের পূর্ব আচরিত নিয়ম ছিল।

**দ্বিতীয়তঃ** তারা একথা চিন্তা করেননি যে, তারা কোন শাসকের কাছে বায়'আত নিচ্ছেন, বরং ব্যক্তি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তারা সুরক্ষা দেয়ার কাজ আঞ্জাম দিতেই তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। এখানে একথা বলার সুযোগ নেই যে, রাসূল (ছাঃ) ভাবী রাষ্ট্রের অধিপতি হিসাবে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন বলে সেটা শাসকদের বায়'আতেরই সমতুল্য ছিল।

সুতরাং উক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বায়'আত যেমন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কখনও ব্যক্তিগত চুক্তি বা শপথের জন্য হ'তে পারে, তেমনি জামা'আতে 'আম্মাহ ও খাছছাহ উভয় জামা'আতের প্রতি আনুগত্যের প্রকাশার্থেও হ'তে পারে।[৪৮] কিন্তু এর পরিবর্তে বায়'আতকে শুধুমাত্র খেলাফত বা শাসকের জন্য এবং হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য বায়'আতসমূহকে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খাছ করা অতি উৎসাহী চিন্তাপ্রসূত অথবা পরবর্তী বিদ্বানদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ, যার কোন দলীল নেই। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, পূর্বসূরী বিদ্বানগণ কেউ এমন কথা বলেননি।[৪৯] তবে নিঃসন্দেহে খিলাফতের বায়'আতই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদাসম্পন্ন। হাদীছে মূলত উক্ত বায়'আত অবলম্বনেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৫০] উল্লেখ্য যে, বায়'আতের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন বিধি-বিধান বাস্তবায়নের সম্পর্ক নেই। এটা স্রেফ আনুগত্যের ঘোষণা মাত্র, যা শাসকের সাথে শাসিতের এবং নেতার সাথে কর্মীদের সম্পর্কের বন্ধন তৈরী করে।

---

৪৮. বদর বিন ইবরাহীম আর-রাখীছ, আল-বায়'আতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ২৬৯।
৪৯. ঐ পৃ. ২।
৫০. ঐ পৃ. ২৭০।

***প্রশ্ন-১৪. খিলাফত ব্যতীত হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য বায়'আত কি কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ নয়?***

**উত্তর :** না। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিটি আমলই উম্মতের জন্য আদর্শ ও পালনীয়। যদি কোন আমল তার জন্য বিশেষভাবে খাছ হয়, তবে তার দলীল থাকতে হবে। ঢালাওভাবে কোন বিষয় তার জন্য খাছ করার সুযোগ নেই। নতুবা শরী'আতের বহু বিধান অকার্যকর হয়ে পড়বে।

ইবনুল আরাবী বলেন, وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أُمتهُ، يعني: لأن الأصل عدم الخصوصية، 'রাসূল (ছাঃ) যে আমল করেছেন, তার উম্মাতও সেই আমল করবে। কেননা কোন বিষয়কে রাসূলের জন্য খাছ না করাই মূলনীতি'।[৫১] খাত্ত্বাবী বলেন, إذا فعل شيئاً من أفعال الشريعة كان علينا إتباعه والإيتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل، 'রাসূল (ছাঃ) যখন কোন শারঈ কাজ করেন, তখন আমাদের দায়িত্ব তাঁর যথাযথ অনুসরণ করা, খাছ করে দেয়ার বিষয়টি দলীল ছাড়া জানা যায় না'।[৫২] ইবনু কুদামাহ বলেন, وَلَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَثْبُتْ مَا يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُ 'আমাদের জন্য কর্তব্য হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা যতক্ষণ তা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ প্রমাণিত না হয়'।[৫৩] ইমাম নববী বলেন, لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع 'যদি এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য (বিধানসমূহ) খাছ করে দেয়ার রাস্তা খুলে দেয়া হয়, তাহ'লে শরী'আতের অনেক প্রকাশ্য বিধান অকার্যকর হয়ে পড়বে'।[৫৪]

সুতরাং খিলাফতের বায়'আত ছাড়া অন্যক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) যে সকল বায়'আত করেছেন, তা অনুরূপ কারণ ও পরিস্থিতিতে অন্যদের জন্যও

---

৫১. ইবনুল আরাবী, আরেযাতুল আহওয়াযী, ৪/২৫৯-৬০।
৫২. উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৭৫।
৫৩. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/৩৮২।
৫৪. শিহাবুদ্দীন কাস্তালানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ (কায়রো : মাকতাবা তাওফিকীয়াহ,) ৩/৩৯৭।

জায়েয হবে। কেননা বায়আতের অন্যান্য সকল ক্ষেত্র রাসূল (ছা.)-এর জন্য খাছ করা হয়েছে, এমন কিছু ছাহাবীগণ বা পূর্বসূরী কোন বিদ্বান থেকে বর্ণিত হয়নি।

***প্রশ্ন-১৫. যে কোন পর্যায়ের নেতার আনুগত্য করা প্রয়োজন। কিন্তু এজন্য প্রত্যেক নেতার হাতে আনুগত্যের বায়'আত করা কি আবশ্যক?***

**উত্তর :** না, বরং কেবল খলীফার আনুগত্য প্রকাশের জন্য 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদে'র মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বায়'আত করা আবশ্যক (إِجْبَارِى)। আর বাকীদের ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োজন ও গুরুত্বমাফিক, কেননা সেটি ইখতিয়ারী বা ঐচ্ছিক (اخْتِيَارِى)। স্মর্তব্য যে, দেশে ইসলামী খেলাফত না থাকলেও সমাজ পরিচালনায় ইসলামী নেতৃত্ব থাকতে হবে। আর যে কোন প্রকার নেতৃত্ব, যেখানে আনুগত্যের প্রশ্ন আসে সেখানে শপথ বা স্বীকৃতি প্রদান যরূরী। নইলে নেতৃত্ব অকার্যকর হয়ে সমাজ বিপর্যস্ত হবে, যা ইসলামের কাম্য নয়। এ কারণেই নেতৃত্বের আনুগত্যের গুরুত্ব বুঝাতে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে আমীরের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'।[৫৫] এর অর্থ কুফরী নয়, বরং নেতৃত্বহীন অবস্থায় থাকাকে নাবিকহীন নৌকার মত বিশৃংখল অবস্থায় থাকার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَالْمُرَادُ بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ حَالَةُ الْمَوْتِ كَمَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى ضَلَالٍ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مُطَاعٌ، 'জাহেলী হালতে মৃত্যু'র অর্থ হ'ল জাহেলী যুগের লোকেদের মৃত্যুর ন্যায়। যারা ভ্রষ্টতার উপরে ছিল এবং যাদের কোন অনুসরণীয় নেতা ছিল না'।[৫৬] অতএব নেতৃত্বের অধীনে থাকা ইসলামের একটি সামাজিক নির্দেশনা। তবে সকল প্রকার নেতৃত্বের বায়'আত বা স্বীকৃতির জন্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রয়োজন হয় না। যেমন পরিবারের পিতা-মাতার আনুগত্যের জন্য

৫৫. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।
৫৬. ফাৎহুল বারী হা/৭০৫৩-এর ব্যাখ্যা ১৩/৭ পৃ.।

বায়'আতের প্রয়োজন নেই। আবার চাকুরীর ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক আনুগত্য ঘোষণার প্রয়োজন নেই, বরং সাধারণ মৌখিক বা লিখিত স্বীকৃতিই যথেষ্ট। তবে সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজন হয়। কেননা এর গুরুত্ব সাধারণ আনুগত্যের চেয়ে অধিক, যা সহজেই অনুমেয় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত।

### *প্রশ্ন-১৬. খেলাফত ব্যতীত অন্যান্য বায়'আত সম্পর্কে পূর্বসূরী বিদ্বানদের মধ্যে আলোচনা স্বল্পতার কারণ কী?*

**উত্তর :** এর পিছনে কয়েকটি কারণ হতে পারে। যেমন- (১) ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকায় রাষ্ট্রীয় বায়'আত ভিন্ন অন্য কোন বায়'আতকে পূর্বসূরী বিদ্বানগণ আলোচনায় নিয়ে আসেননি। বিশেষতঃ হাদীছে খিলাফতের আনুগত্য বিষয়ক ফরয বায়'আত সম্পর্কে জোর তাকীদ আসায় তাঁরা সাধারণ বায়'আত সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজনবোধ করেননি। এমনকি জিহাদের বায়'আতের আলোচনাও তেমন পাওয়া যায় না। তদুপুরি ইসলামী খেলাফত বা ইমারত বিষয়ে পূর্বসূরি বিদ্বানদের পর্যালোচনামূলক গ্রন্থই খুব অপ্রতুল। এটাও এর পিছনে একটি কারণ হ'তে পারে। সেই সাথে বর্তমান যুগে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম কিভাবে অমুসলিম দেশে জীবন যাপন করবে বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ সেক্যুলার রাষ্ট্রে কিভাবে দ্বীনের পথে নিজেকে পরিচালনা করবে, সে সকল আলোচনাও হয়ত তাদের সামনে উপস্থিত হয়নি।

(২) মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে হাযারো দল-বিভক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামকে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে হতাশাবাদী অবস্থানে নিয়ে গেছে। ফলে নিদেনপক্ষে নিজেকে 'দলাদলি' থেকে মুক্ত রাখার সাধু চিন্তা গ্রাস করায় তারা বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে সমর্থ হননি। আর তাই খিলাফত ও বায়'আতের আলোচনায় স্রেফ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় তারা বন্দী থেকেছেন অথবা চুপ থেকেছেন। বাস্তবতার আলোকে কেবল ইমাম শাওকানী ব্যতীত হকপন্থী বিদ্বানদের মধ্যে অন্য কারো বক্তব্য তেমন আমরা পাইনি। ইমাম শাওকানী বলেন, فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا

بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه 'বর্তমান অবস্থা তো সবার জানা যে, প্রত্যেক অঞ্চলে কোন না কোন নেতা বা শাসক দেশ বা সমাজ শাসন করছেন। অন্য এলাকাতেও একই অবস্থা। এসব ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের আদেশ-নিষেধ অন্য অঞ্চলে কার্যকর নয়। অতএব এমতাবস্থায় নেতা বা শাসক বহু সংখ্যক হওয়াটা দোষণীয় নয়। বরং এ অবস্থায় করণীয় হবে যে, প্রত্যেক এলাকার শাসকদের কাছে বায়'আত করার পর তার আনুগত্য করা, যেখানে তার শাসনক্ষমতা কার্যকর'।

সমকালীন যুগে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) ইসলামী সংগঠন এবং বায়'আতের বিষয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করলেও যুগের বাস্তবতা উপলব্ধি করে ক্ষুদ্র পরিসরের নেতৃত্ব ও তার আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। তিনি তাঁর এক বক্তব্যে বলেন, إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد!! نسأل الله العافية- ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟ 'অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান যুগে মুসলমানদের কোন নেতা নেই, অতএব কারো কাছে বায়'আতও নেই। আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা চাই। জানি না তারা আসলে কী চায়। তারা কি চায় যে, কোন নেতৃত্ব না থেকে সমাজটা বিশৃংখলায় ভরে যাক! তারা কি চায় যে এটা বলা হোক, প্রত্যেক মানুষ হোক নিজেই নিজের নেতা!' অতঃপর তিনি বলেন, لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها، فهو إمام فيها 'দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের অবস্থা এমন যে, কোন এক স্থানে যদি কেউ কোন এককভাবে কর্তৃত্বের অধিকারী হয় এবং তার কথা সমাজে কার্যকর হয়, তবে তিনিই সেখানে নেতৃত্ব দিয়ে সমাজ পরিচালনা করেন'।[৫৭]

তিনি শায়খ বিন বাযের একটি উক্তি নকল করেছেন, إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون

৫৭. ইবনুল উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' (রিয়াদ : দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২২ হি.), পৃ. ৮/১০।

انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحداً إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموماً؟!! هذا لا يمكن 'আজকের যুগে একক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্ভব নয়, এটাই বাস্তবতা। তুমি দেখবে বিভিন্ন দেশে নির্বাচন হচ্ছে, ক্ষমতার লড়াই চলছে, সেখানে ঘুষের লেনদেন, ভোট ক্রয়-বিক্রয় চলছে। যেখানে একটি দেশের জনগণই এই বানোয়াট নির্বাচন ছাড়া তাদের নেতা নির্বাচন করতে পারছে না, সেখানে সমগ্র মুসলিমদের নেতা কিভাবে নির্বাচন করবে? এটা সম্ভব না।[৫৮] সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে আমাদের নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সীমারেখা নির্ধারণ করতে হবে। নতুবা নেতৃত্বহীনতায় মুসলিম উম্মাহ দিন দিন আরো দিশাহীন ও বিশৃংখল হ'তে থাকবে, যা মোটেও ইসলামের কাম্য হতে পারে না।

(৩) জামা'আতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব অনুভব না করাও এর পিছনে বড় কারণ। তারা মনে করেন যে, জামা'আত বলতে শুধু রাষ্ট্রই বুঝায়। প্রশ্ন হ'ল, এর উদ্দেশ্য যদি কেবল রাষ্ট্রই হ'ত তবে কি জামা'আতবদ্ধ থাকার হুকুম কেবলমাত্র খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল? কেননা খুলাফায়ে রাশেদীনের পর প্রকৃত ইসলামী খিলাফত বিদায় গ্রহণ করেছে এবং ১৯২৪ সাল থেকে নামমাত্র খিলাফতের যা বাকী ছিল, তাও পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। আর সেই সাথে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রায় সবগুলোই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাহলে এই পরিস্থিতিতে সমাজে দাওয়াত ও জিহাদের গুরুদায়িত্ব কিভাবে পালিত হবে? তেমনিভাবে অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম বাসিন্দারা কিভাবে ইসলামী জীবন যাপন করবে? এমতাবস্থায় একাকী দাওয়াত ও জিহাদের দায়িত্ব পালন করা কি কখনও সম্ভব? কখনও নয়। এজন্য যে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি অনুধাবন করবেন যে, জামা'আতবদ্ধ জীবন ছাড়া বিকল্প কোন পন্থায় প্রকৃত ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব নয়।

আর জামা'আতবদ্ধ জীবন অর্থই হ'ল সেখানে নেতৃত্ব ও আনুগত্য থাকা। কেননা আনুগত্য ব্যতীত কোন ইমারত বা জামা'আত গঠিত হতে পারে

৫৮. তদেব।

না। যেকোন সংগঠনেই নেতাকে অনুসরণ ও তার নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও তার নিয়ম-নীতির অনুসরণ করতে হয়। অথচ ইসলামী জীবনযাপনে কারু আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে না, এ কথা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে! উমর (রাঃ) এজন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না ইমারত ছাড়া এবং ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া।[৫৯]

সর্বোপরি ইসলাম সামাজিক শৃংখলার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এজন্য একক নেতৃত্ব ও একক রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকার এই যুগে আমাদের জন্য সংগঠনই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের বিকল্প ব্যবস্থা। অথচ এ বিষয়ে বর্তমানে আমরা সর্বাধিক গাফেল ও উদাসীন। অনৈসলামিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসনাধীনে থাকতে থাকতে আমরা এতটাই আত্মভোলা হয়ে পড়েছি যে, নববী পদ্ধতিতে সমাজ সংশোধনের কোন তাকীদ আমরা আর অনুভব করি না। নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে থেকে তাযকিয়া ও তারবিয়ার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে চাই না। বরং ব্যক্তিস্বার্থ আর আত্মকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপে আমরা ভুলে গেছি উম্মাহ্র বৃহত্তর স্বার্থ, ভুলে গেছি মানবতার প্রতি মহান প্রভুর পক্ষ থেকে আমাদেরকে দেয়া দায়িত্ব। ফলে আমাদের মধ্যে একদিকে চরম নেতৃত্বহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, অপরদিকে কারো নেতৃত্বের অধীনে আনুগত্যশালী থাকতে না চাওয়ার স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে। আর এ কারণেই বিদ্বানদের মধ্যে বায়'আতের আলোচনায় এই সীমাবদ্ধতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় বলে আমাদের ধারণা।

### *প্রশ্ন-১৭. সাংগঠনিক বায়'আত কি ছুফীদের বায়'আতের সাথে তুলনীয় নয়?*

**উত্তর :** বায়'আতের অসংখ্য হাদীছ বিদ্বানদের মধ্যে অনালোচিতই থেকে যাওয়া সংশয় সৃষ্টির একটি বড় কারণ। ফলে একদল বিদ্বান অজ্ঞাতসারে সকল বায়'আতকে এক লহমায় তাচ্ছিল্যের সাথে 'ছুফীদের বায়'আত' আখ্যায়িত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন। অবলীলায় তারা সাংগঠনিক বায়'আতকে পীরের বায়'আতের সাথে তুলনা করেন। অথচ পীরের বায়'আতের সাথে সাংগঠনিক বায়'আতের কোন সম্পর্কই নেই। সাংগঠনিক বায়'আত একটি সামাজিক আনুগত্যের শপথ বা বায়'আত, যা

৫৯. দারেমী হা/২৫১, সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তবে বক্তব্য ছহীহ হাদীছসমূহের অনুকূলে।

সামাজিক শৃংখলা রক্ষার মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়। অন্যদিকে ছূফীদের বায়'আতের উদ্দেশ্য হ'ল গুরু-শিষ্যদের মধ্যে মরমীবাদী মেলবন্ধন তৈরী করে ফয়েয-কাশফ হাছিল করা। যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যারা সাংগঠনিক বায়'আতকে বিদ'আতী বায়'আত আখ্যা দেন, তাদের বক্তব্য কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাহ বিরোধীই নয়; বরং যা ইসলামেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বকে নাকচ করার শামিল। কেননা বায়'আত এমন একটি শারঈ ব্যবস্থার নাম, যা বিশৃংখল সমাজকে এক আল্লাহর নামে ওয়াদার মাধ্যমে একতাবদ্ধ করে পরস্পরকে সুসংগঠিত রাখে। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম ও জাতির কাছে এমন ব্যবস্থা নেই।

তাই মানবজাতির কল্যাণে ইসলামের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আমলকে অবলীলাক্রমে বিদ'আত আখ্যা দেয়ার পূর্বে শতবার ভাবা উচিৎ। সর্বোপরি যারা সাংগঠনিক বায়'আতের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তারা ঢালাওভাবে কিছু অজুহাত পেশ করছেন মাত্র, যার কোন দলীল নেই। দুঃখজনকভাবে তারা ফাসেক সমাজনেতা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য পোষণ করতে রাযী থাকলেও কোন ইমারতে শারঈর আনুগত্য মেনে চলতে রাযী নন। বরং একে ফিরকাবাজী বলে এড়িয়ে যান। আমরা মনে করি, এটা প্রকৃতপক্ষে সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর!

### *প্রশ্ন-১৮. রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবীদের যুগে খিলাফত ব্যতীত বায়'আতের ভিন্ন দৃষ্টান্তগুলো তেমন পরিলক্ষিত না হওয়ার কারণ কী?*

**উত্তর : প্রথমতঃ** ছাহাবীদের যুগে সাধারণ বায়'আতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না এটা সঠিক নয়। বরং এমন বেশকিছু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান, যা খেলাফতের বায়'আত ছিল না। যেমন ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেন যে, হুসায়ন (রাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আক্বীলকে কুফায় পাঠালেন। তখন তার হাতে ১২ হাযার মানুষ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করল ( فدبَّ إِلَيْهِ أَهْلُ الكُوْفَةِ، فَبَايَعَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً )।[৬০] এই বায়'আত খেলাফতের বায়'আত ছিল না, বরং মুসলিম বিন আক্বীলের মাধ্যমে হুসাইন (রা.)-এর প্রতি সাধারণ

৬০. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৩৬৪।

আনুগত্যসূচক বায়'আত ছিল। অনুরূপভাবে মুআবিয়া (রাঃ) ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার বদলা নেয়ার জন্য সিরিয়াবাসীর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন।

যেমন ইমাম যুহরী বলেন, لما بلغ معاوية قتل طلحة والزبير، وَظُهُوْرُ عَلِيٍّ، دَعَا أَهْلَ الشَّامِ لِلْقِتَالِ مَعَهُ عَلَى الشُّوْرَى وَالطَّلَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ، فَبَايَعُوْهُ عَلَى ذلك أميرا غير خليفة. 'যখন মু'আবিয়া (রাঃ) তালহা ও যুবায়েরের মৃত্যু এবং আলী (রাঃ)-এর বিজয়ের কথা জানলেন, তখন তিনি আলী (রাঃ)-এর সাথে আলোচনা ও ওছমান (রাঃ)-এর রক্তপণ নেয়ার দাবীতে সিরিয়াবাসীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন। ফলে সিরিয়াবাসীরা তার কাছে বায়'আত গ্রহণ করল আমীর হিসাবে, খলীফা হিসাবে নয়।[৬১] এই বায়'আত ওছমান (রাঃ)-এর রক্তপণের দাবীতে যুদ্ধের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল, যা খিলাফতের বায়'আত ছিল না। এসব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সাধারণ বায়'আত ছাহাবীদের যুগেও গৃহীত হয়েছে শাসন কর্তৃত্ব ছাড়াই। আর এ ব্যাপারে অন্য কোন ছাহাবী আপত্তিও করেননি। এমনকি আধুনিক যুগের পূর্বে কোন বিদ্বানই খিলাফত ভিন্ন সাধারণ বায়'আতের বিষয়ে আপত্তি তোলেননি। অতএব শাসক ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ বায়'আতকে বাতিল মনে করা বা সুন্নাহ বিরোধী মনে করা রাসূল (ছা.)-এর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ।

**দ্বিতীয়তঃ** যদি এ ব্যাপারে ছাহাবী কিংবা পরবর্তীদের কোন আমল নাও থাকত, তবুও তা আমলযোগ্য হ'ত। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত কোন কথা, কর্ম ও অনুমোদনসমূহ তথা সকল ছহীহ হাদীছ পরবর্তীদের জন্য পালনীয় এবং অনুসরণীয়, যতক্ষণ না তা মানসুখ হয় (منسوخ) কিংবা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ হয় (مخصوص)। এর বাইরে পরবর্তীদের আমল না থাকা বা অন্য কোন কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর আমল বাতিল করা যায় না। ইমাম শাফেঈ (২০৪হি.) স্পষ্টই বলেন, أن حديث

৬১. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/৫২৩।

رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده 'রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ নিজেই নিজের দলীল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, পরবর্তী কারোর আমলের দ্বারা নয়'।[৬২] তিনি আরও বলেন, ولو تركت السنن للعمل لتعطلت سنن رسول الله صـــ ودرست رسومها وعفت آثارها 'যদি আমল থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে সুন্নাহকে পরিত্যাগ করতে হয় তবে রাসূল (ছাঃ)-এর বহু সুন্নাহ অকার্যকর হয়ে যাবে এবং তার নাম-নিশানা মুছে যাবে।[৬৩]

ইবনুল ক্বাইয়িম (৭৫১হি.) বলেন, والسنة هي العيار على العمل، وليس العمل عيارا على السنة 'সুন্নাহই হ'ল আমলের মানদণ্ড, আমল সুন্নাহ্র মানদণ্ড নয়'।[৬৪] ইমাম যুহরী বলেন, سَلِّمُوا لِلسُّنَّةَ وَلَا تُعَارِضُوهَا 'তোমরা সুন্নাহ্র কাছে আত্মসমার্পণ কর, বিরুদ্ধাচরণ করো না'।[৬৫] শায়খ আলবানী তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থের ভূমিকায় সুন্নাত অনুসরণের ১৪তম মূলনীতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন- وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد 'ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা ওয়াজিব, যদিও তার উপর কেউ আমল না করুক'।[৬৬]

এক্ষণে যদি কেউ বলেন যে, ছাহাবীদের যুগে শাসক ভিন্ন আর কোন বায়'আতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য– عدم علمنا ليس علماً بالعدم فربما عملوا به و لم ينقل إلينا অর্থাৎ হতে পারে যে তারা উক্ত আমল করেছিলেন, কিন্তু আমাদের পর্যন্ত তার বর্ণনা পৌঁছেনি। আমাদের না জানার কারণে কোন আমল হয়নি এটা প্রমাণিত হয় না।

---

৬২. ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালাহ, পৃ. ৪২০।
৬৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/২৮৫।
৬৪. ঐ, ২/২৭৪।
৬৫. খত্বীব বাগদাদী, আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ১/৩৮৫।
৬৬. নাছিরুদ্দীন আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, ১/৪০-৪১।

**উপসংহার :**

প্রিয় পাঠক, আলোচ্য গ্রন্থনাটিতে ইসলামের সামাজিক দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কতিপয় সংশয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে বিশেষত ইসলামী খেলাফতের পতন পরবর্তী যে সমস্যাগুলো আমাদের মধ্যে সর্বদা ঘুরপাক খাচ্ছে তাহ'ল বতর্মান যুগে ইসলামী খেলাফতের অবর্তমানে বিশেষ করে যেসব দেশে ইসলামী আইন ও বিধান চালু নেই অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রে যে মুসলিমরা বসবাস করে, তারা কীভাবে জীবন যাপন করবে? তারা কী যে যার মত চলবে বা স্ব স্ব এলাকার ইমাম, দাঈদের বক্তব্য শ্রবণ ও সাধ্যমত অনুসরণ করাই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে, নাকি ইসলামী সমাজ কায়েমের জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ হবে! আর বর্তমান যুগে ঐক্যবদ্ধ হ'তে চাইলে জামা'আত বা সংগঠন ভিন্ন আর কোন বাস্তবসম্মত উপায় আছে কি? জামা'আতকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাখতে বায়'আতের বিকল্প কী আছে। আর এই বায়'আত বা আনুগত্যের প্রয়োগ কিভাবে হবে?

মুসলিম উম্মাহ যখন সর্বদিক থেকে সমস্যার অতলে নিমজ্জিত, তখন কেবল দলাদলি ও পারস্পারিক হিংসা-বিদ্বেষকে বড় করে দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে ফেলাই কি আমাদের কর্তব্য হবে, না সাধ্যমত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও লক্ষ্যপূর্ণ পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে? অপরের সমালোচনা আর কাল্পনিক ঐক্যের চিন্তা নিয়ে উদ্দেশ্যহীন বসে থাকাই সমাধানের পথ, নাকি ঐক্যের জন্য বাস্তবভিত্তিক ফলপ্রসূ কোন পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে? এ ব্যাপারগুলো মুসলিম উম্মাহ্র এই ক্রান্তি লগ্নে ওলামায়ে কেরামকে যেমন দায়িত্বশীলতা ও দূরদর্শিতার সাথে ভাবতে হবে, তেমনি সচেতন দ্বীনদার মানুষকেও ভাবতে হবে। যদি শরী'আতের আলোকে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে পরিপূর্ণ ঢেলে সাজাতে হয়, তবে সে লক্ষ্যে পরিকল্পনা যেমন সাজাতে হবে। সেই সাথে আমাদেরকে ব্যক্তিস্বার্থ এবং আত্মকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে উঠে মুসলিম উম্মাহর জাতীয় স্বার্থের বিষয়গুলো গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। আর সবকিছুর ভিত্তি হবে, কিতাব, সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের মানহাজ। মনগড়া যুক্তি কিংবা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও ভ্রান্ত মতবাদ নয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা বর্তমানে সামান্য কোন প্রতিষ্ঠান চালাতেও আবশ্যকভাবে নেতৃত্ব খুঁজি কিন্তু ইসলামী জীবন যাপনের জন্য, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য, দাওয়াতী ময়দানকে অগ্রসর করার জন্য, ঐক্যবদ্ধভাবে বাতিলের মুকাবিলার জন্য কোন নেতৃত্বের প্রয়োজন অনুভব করি না। কেউ যদি জামা'আতবদ্ধ হয়ে কাজ করে, তবে তাদের প্রচেষ্টাকে স্রেফ 'দলাদলি' আর 'সংকীর্ণতা' শব্দের মধ্যে বন্দী করে ফেলতে ভালবাসি। শুধু যার যার মত ব্যক্তিগতভাবে মসজিদে দাওয়াত দেয়া কিংবা মাদ্রাসায় দারস দেয়াই যদি ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যম হ'ত, তবে কোন নবীকেই সমাজ পরিবর্তনে এত বেগ পেতে হত না। কোন সমাজ সংস্কারককে এত বিপদ আর ঝুঁকির সম্মুখীন হ'তে হ'ত না। সবাই নিজ নিজ এলাকায়, মসজিদে বা মাদ্রাসায় বসেই এই মহা দায়িত্ব সমাধা করে ফেলতেন!

এজন্য আমরা মনে করি, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী খেলাফতের অবর্তমানে জামা'আতবদ্ধ সাংগঠনিক জীবনের কোন বিকল্প নেই। আর জামা'আতবদ্ধ জীবন মানে তা কোন ক্লাবের মত আনুগত্যহীন এক সাথে বসার মত নয়, বরং তা মহান আল্লাহ্র নামে বায়'আতের মাধ্যমে সুরক্ষিত, যাতে থাকবে সমাজ সংস্কারের দৃঢ় অঙ্গীকার, থাকবে নেতৃত্বের আদেশ মেনে চলার মত সুশৃংখল দাঈ ইলাল্লাহ। যাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় সমাজে ইসলামের বিজয় আসবে ইনশাআল্লাহ। অনুরূপভাবে আমরা মুসলিম উম্মাহ্র পারস্পরিক বিরোধ ও দলাদলির মূল জায়গাগুলো সম্পর্কেও অনবহিত নই। আমরা চাই না এই বিরোধকে বাড়িয়ে সংকটকে আরো গভীর করতে। বরং পারস্পরিক দূরত্ব ও ব্যবধানগুলো কিভাবে কমিয়ে আনা যায়, সে পথ আমরা দরদভরা অন্তর নিয়ে খুঁজে বের করতে চাই। পরস্পর পরস্পরকে নেকীর কাজে সহযোগিতা করতে চাই। সালাফে ছালেহীনের মানহাজের আলোকে সমাজ সংস্কারের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে সামনে অগ্রসর হতে চাই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে যা কিছু সঠিক তা বোঝা ও অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন এবং ভ্রান্ত পথ ও মত থেকে আমাদের হেফাযত করুন। আমীন!

*(এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন- হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন', 'শারঈ ইমারত', 'শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা' ও 'জামাআতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা' বই)।*